টুকরি

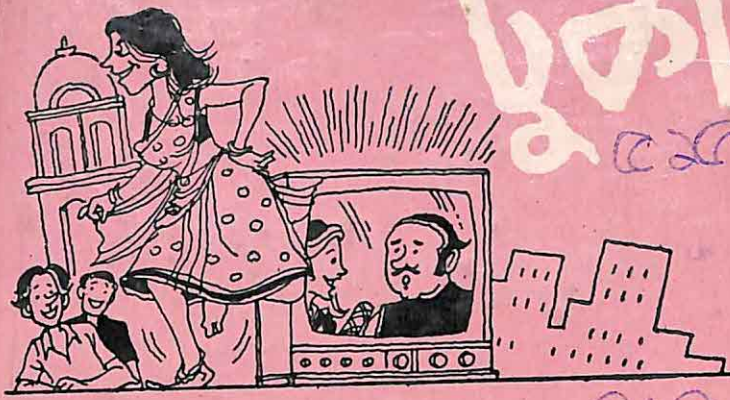

ফর অ্যাডল্টস্ ওন্‌লি

অমিতাভ চৌধুরী

টুকরি

[ফর অ্যাডাল্টস্ ওনলি]

৪·৪
৫২৫

অমিতাভ চৌধুরী

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট কলকাতা – ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫এ অনাথ দেব লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৬

অলংকরণ ঃ
অমল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ ঃ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

Acc No-14881

মূল্য—৬·০০

।। উৎসর্গ ।।

মনোজিৎ মিত্রকে,
যে আরও বেশি ছড়া লিখলে আমাকে টেক্কা
দিতে পারত, এবং যে, ভাগ্যিস, আরও লেখেনি।

॥ ভূমিকা ॥

কিছু ছড়া আলাদা করে এই বই। টুকরো ছড়ার টুকরি। অধিকাংশই ফর অ্যাডাল্টস্ ওনলি।' কিন্তু ছড়াতে কি ছোট-বড় জাতবিচার থাকে? থাকে না। অথচ মা-বাবাদের ধারণা অন্য রকম। তাহোক, অনেকগুলো পাকাপাকা ছড়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি কিছু কাঁচা কাঁচা ছড়াও। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা ছড়া যেমন আছে, তেমনি আছে হালের কিছু লেখাও—কলকাতা শহর নিয়ে, কয়েকজন মান্যজন নিয়ে। সব মিলিয়ে এই 'টুকরি।' টুকরিতে পাঁচমিশেলি জিনিস তো থাকেই। জাতবিচারও নেই।

কোথায় কী লিখি কী বলি, কোন বইয়ে ছাপতে দিই খেয়াল থাকে না। তাই সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত অন্য বইয়ের বরাদ্দ দু' একটি ছড়ার অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই বইয়ে। যেহেতু চোরাই মাল নয় তাই অনায়াসে বলতে পারি পুনরাবৃত্তি অপরাধ নয়। যাঁরা অপরাধ বলে মনে করবেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ এই বই বেশি বেশি কিনে পুনমুদ্রণের সুযোগ দিন, তখন ঝাড়াই বাছাই করব। —অ. চৌ.

টুকরি

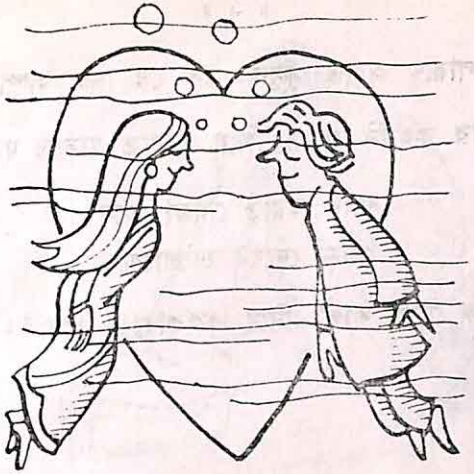

॥ ১ ॥

আচ্ছা,
প্রেম কি চৌবাচ্চা ?
আজ্ঞে না,
বলবেন না তা।
দু' মগ ঢাললেই
জল নেই।
প্রেম তো পুকুর,
সকাল ও দুকুর
ডুবের পর ডুব,
ফুর্তিটা খুব।

॥ ২ ॥

চম্পারণে আদত মুলুক এক যে ছিল লম্পট,
তার কহানি বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে দম ফট্।

শাদি করতে সোজা এসে
থোড়া দেখেই ভালোবেসে
জরু ছেড়ে শালী নিয়ে কলকাত্তামে চম্পট।

॥ ৩ ॥

অগাধ জলে হাবুডুবু, পাচ্ছি না আর থই,
তোমার সাথে মাখামাখি চিঁড়ে এবং দই।

যখন তোমার হৃদয়পুরে
আমার আসন উচ্চচুড়ে,

তখন তুমি মুচকি হেসে কেড়েই নিলে মই।

॥ ৪ ॥

আজব মুলুক আমেরিকা
সব মুলুকের চেয়ে,
কল টিপলে খাবার আসে
চোখ টিপলে মেয়ে।

॥ ৫ ॥

সবাই জানে সবাই জানে
বিয়ে নামক অনুষ্ঠানে,
মেয়ে হাতে আংটি পরে
ছেলের নাকে দড়ি পড়ে।

॥ ৬ ॥

হুইস্কি লাও,
জিন পিয়াও।
চু এন লাই,
লিন পিয়াও।
আউর থোড়া—
ফিন পিয়াও।

॥ ৭ ॥

বদখেয়ালে মদ গিলিয়া
বিজয়বাবুর ভাইঝি,
বললে হঠাৎ, "ম্যয় নাচুঙ্গি
য্যায়সা নাচে বাইজি!"

॥ ৮ ॥

চুলের পেখম তুলে চলেন
ওই যে বিবি ইস্কাপন,
ঠোঁটের রঙে শাড়ির রঙে
জি সি লাহার বিজ্ঞাপন।

॥ ৯ ॥

পুরুষের যদি কোন
মোটা লেজ থাকত,
মেয়েদের মন তারা
লেজে বেঁধে রাখত।

॥ ১০ ॥

মেয়েরা সকলে ভাবে মন তার খোলা,
নির্মল নিজ জল আর সব ঘোলা।
কিন্তু আমরা বলি দিয়ে হাততালি,
খোলা মন নয় দিদি, আসলেতে খালি।

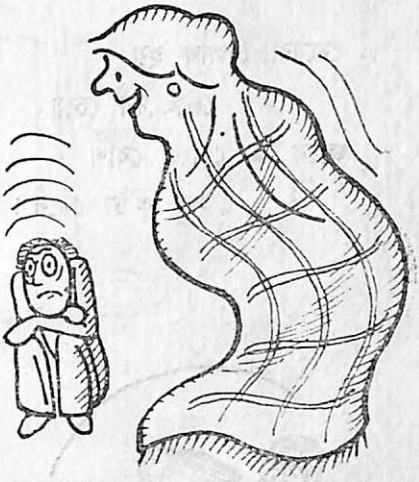

॥ ১১ ॥

গায়ে দিলে কুটকুট
খুলে ফেললে শীত
বউ হল কম্বল
জানহ নিশ্চিত।

॥ ১২ ॥

মেয়েরা চালাক হয়
ছেলেদের চেয়ে
জানে কম বোঝে বেশি
সব ক'টা মেয়ে।

॥ ১৩ ॥

ছেলে যখন বাইরে বেরোয়
তখন ভাবে করব কী,
মেয়ে যখন বাইরে বেরোয়
তখন ভাবে পরব কী ?

॥ ১৪ ॥

সঙ্গে আছে অনেক টাকা
তাইতো আছেন বান্ধবী,
যে-ই টাকা নেই তিনিও নেই
একলা পথে কান্দবি।

॥ ১৫ ॥

বিয়ের দিনে নারীজাতির
বড়ই উদার দরাজ মন,
বিফল প্রেমিক পাবেই পাবে
রঙিন খামে নিমন্ত্রণ।

শুনল শুনল বালিকা
রাখহ ভোটার-তালিকা
জ্যান্তরা বাদ মৃতেরা ঢুকেছে,
ঢুকেছে দু'বার শ্যালিকা।

॥ ১৭ ॥

ছিলা প্রিয়াসঙ্গিনী,
তিনি চৌরঙ্গিনী।
টাকা কিছু খসিয়ে
ফুটপাতে বসিয়ে
তিনি রণভঙ্গিনী।

॥ ১৮ ॥

ইসিং মিসিং সুবাস ঘিসিং,
দুলছে দোলায় দার্জিলিং।
কালিম্পং আর কার্সিয়াঙে
গোর্খা বনাম বাঙালীং।

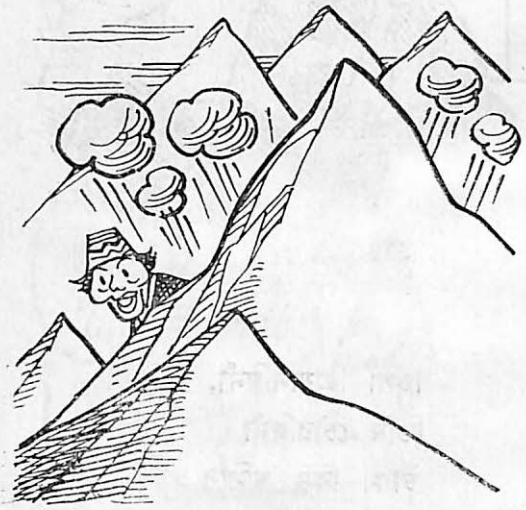

॥ ১৯ ॥

মুখে রাজা উজির মারে
বড়ই সাংঘাতিক,
গাছের খাই, তলার কুড়াই
আমরা সাংবাদিক।

॥ ২০ ॥

বাবু কেনেথ কাউণ্ডা
বলেন, করব ঠাউণ্ডা,
মাথায় মেরে ডাউণ্ডা
যত ডলার পাউণ্ডা।

॥ ২১ ॥

পুজোআর্চায় পুরুত ঠাকুর
সারা জীবন বাঁচেন,
রান্নাঘরে বামুনঠাকুর
খুনতি হাতে হাঁচেন।
বাবাঠাকুর দাদাঠাকুর
ভাবের ঘোরে নাচেন,
সবার সেরা রবিঠাকুর
বৈশাখেতে আছেন।

Acc No-14881

॥ ২২ ॥

সবার জন্যে রেখেছি তেল,
যখন তখন মেখেছি তেল।
পাত্র বুঝিয়া ঢেলেছি তেল,
পায়ে পায়ে ঢের ফেলেছি তেল।

অফিসের বড়বাবুকে তেল,
চাকর পেটানো চাবুকে তেল।
প্রমোশন পেতে মালিকে তেল
বৌকে ভজাতে শালীকে তেল।
রেডিও সারাতে যন্ত্রীকে তেল
ফ্ল্যাটের জন্যে মন্ত্রীকে তেল।
অঢেল গিয়াছে পাতালে তেল
বাইরে ভেতরে চাতালে তেল।
বাড়ির তলায় ভাসিছে তেল
পথের কিনারে হাসিছে তেল।
মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ওঠাও তেল
ব্যারেল ব্যারেল জোটাও তেল।

॥ ২৩ ॥

আনব ডেকে সাহেব-কুমির
তাই কেটেছি খাল,
আসুন আসুন আপনারা সব
মালটিন্যাশনাল।
জলদি এসে বসে পড়ুন
হলদিয়া দমদম,
ইউনিভার টেলিফুংকেন—
সবাই স্বাগতম।

॥ ২৪ ॥

তাই তাই তাই—
কলকেতা যাই।
কলকেতা গিয়ে দেখি
নাই নাই নাই।
কল নড়েনা জল পড়েনা
ট্রাই ট্রাই ট্রাই।

॥ ২৫ ॥

এক যে আছে গ্রাম,
কলকেতা তার নাম।
বৃষ্টি পড়ে যদি,
রাস্তাগুলো নদী।
বৃষ্টি যখন নেই,
আগুনে পুড়ছেই।
জলের হাহাকার
রাত্রে অন্ধকার।

খানাখন্দ ডোবা,
আবর্জনার শোভা।
ট্রামে বাসে ভিড়,
গা গিজগিজ স্থির।
ঠেলা গরুর গাড়ি,
সবাই তাড়াতাড়ি
চাইছে যেতে আগে,
মানা করলে রাগে।
চোখজ্বলুনি ধোঁয়া,
এবং ঢেঁকুর চোঁয়া।
বলতে হবে তবু,
মন্দ সে নয় কভু।
সব শহরের রাণী,
কৃষ্টির রাজধানী।

॥ ২৬ ॥

আয় মিনি আয় মিনি,
চাপা দিয়ে যা,"
ফুটপাতে ঢুঁশ মেরে
লাগা তিন ঘা ॥'
স্পীড দিলে নাড়ু দেব
কাৎ হলে খাড়ু দেব
ছিনিমিনি খেলে মিনি
লোক ধরে খা'।'
আয় মিনি আয় মিনি
চাপা দিয়ে যা ॥'
আয় মিনি আয় মিনি
শকুনের ছা,'
'হুস' করে উড়ে গেলি
মুখ তুলে চা।'

লোকজন থরহরি
ছমছম গা।'
আয় মিনি আয় মিনি
চাপা দিয়ে যা॥

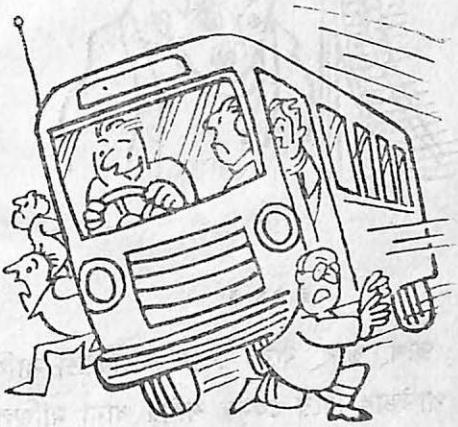

॥ ২৭ ॥

ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ বরের বেশে কলিকাতা সাজিল,
রুজ পাউডার দিয়ে কেমন শরীর খানা মাজিল।
তাও দেখা যায় হাড় পাঁজরা
ঘসে ঘসে বুক ঝাঁঝরা
ধারের টাকা ঘাড়ে নিয়ে ভেরেণ্ডা সে ভাজিল।
বেঁচে থাকুক 'সিয়েমডিয়ে'
যুগ যুগ যুগ জিয়ে জিয়ে
কাটাকুটির চলছে খেলা, শেষ ঘণ্টা বাজিল?
ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ বরের বেশে কলিকাতা সাজিল॥

॥ ২৮ ॥

হাট্টিমা টিম টিম,
পাড়ে লোডশেডিম।
ব্যাণ্ডেল আর সাঁওতালডি
পাড়ে ঘোড়ার ডিম।
হাট্টিমা টিম টিম॥

হাট্টিমা টিম টিম,
পিদিমও টিমটিম।
মশারা সব সেতার বাজায়
দারা দিরি দ্রিম।
হাট্টিমা টিম টিম।

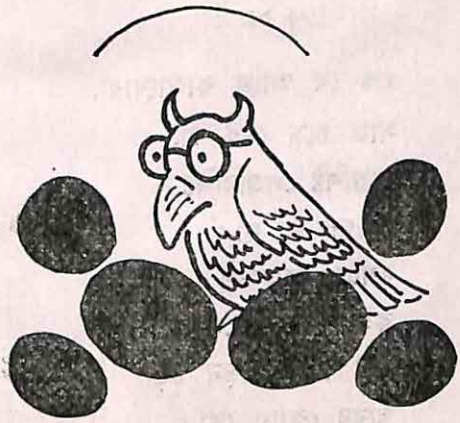

॥ ২৯ ॥

এক যে আছে কালাবোবা,
সাত চড়ে নেই রা,
শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট
রামগরুড়ের ছা।'
দশচক্ষু কৃষ্ণবরণ
কইবার নেই জো,
নট কিচ্ছু নড়ন চড়ন
ঘরের কোণে থো।

যেমন থাকে টেবিল চেয়ার
তেমনি থাকে সে,
মাঝে মাঝে খেলনা বাজায়
বাড়ির ছেলে সে'।
হঠাৎ ইচ্ছে হলে যদি
কানটা পেতে দি।'
বিকট আওয়াজ 'হুক্কাহুয়া'
ঘোড়ার 'চিঁহিচিঁহি।'
তারপরে সে গুম মেরে যায়
একটি কথাও না,
এক যে আছে কালাবোবা
সাত চড়ে নেই রা।

॥ ৩০ ॥

দুই হাজার এক
সি এম ডিএ গর্ত খোঁড়ে, ছাখ ছাখ ছাখ।

দুই হাজার দুই
বেকার আছে রামাশ্যামা, বেকার আছি মুই॥

দুই হাজার তিন
নেতাদের রোজ লম্বা ভাষণ—'আসছে শুভদিন'

দুই হাজার চার,
ট্রামে বাসে ভীষণ ভিড়, ট্যাকসি পাওয়া ভার।

দুই হাজার পাঁচ,
পাতাল রেলের কাজ চলছে, কাটা পড়ছে গাছ।

দুই হাজার ছয়,
দিন দুপুরে রাহাজানি, চোর ডাকাতের ভয়।

দুই হাজার সাত,
ধর্ম নিয়ে মারামারি, রয়েছে জাতপাত।

দুই হাজার আট,
রেশনে চাল গন্ধপচা, পকেট গড়ের মাঠ।

দুই হাজার নয়,
চোরাবাজার কালোবাজার ভেজালদারের জয়।

দুই হাজার দশ,
তেমনি আলো তেমনি হাওয়া, ভালোবাসায় বশ।

॥ ৩১ ॥

এক যে আছে মজার গাড়ি
না চড়লেই খাসা
বাইরে ঝুলে থাকে বাদুড়
ভেতর কাঁঠালঠাসা।

॥ ৩২ ॥

মাটি খোঁড়ার কী দরকার
রেল পাতা হোক চাতালে,
কলকাতাইতো হাওড়াসমেত
যাচ্ছে চলে পাতালে।

॥ ৩৩ ॥

কেউ ডাকে বরকত কেউ ডাকে গনি,
ইদানীং প্রকুপিত গ্রহরাজ শনি।

গণি-গণি দিনক্ষণ
চঞ্চল তাঁর মন,
আর নন রাজীবের দু'চোখের মণি!

চলে গেছে দপ্তর
চড়ে হেলিকপ্তর
ছাড়লেন রাজধানী—ক্ষমতার খনি।

বাদশাহ্ মালদার
মানুষও মাল-দার,
দিলখোলা পেটমোটা খেয়ে দুধ ননী।

গোলমাল নিয়া পদ,
তদুপরি কী আপদ,
আদালতে 'কেস' ঠোকে ভাই লণ্ডনী।
আবুআতাউল বরকত খান গনি॥

॥ ৩৪ ॥

এক যে আছে বাঘ
বাঘের বড় রাগ।
খায় না মটন ফিশ
রুচি নিরামিষ।
পেলে জার্নালিস্ট
বাঘের ঘরে ফিস্ট।

মোটাসোটা ফিগার
দুই আঙুলে সিগার।
পাঁচ আঙুলে ঘুঁসি,
খেলে আপনি ভুসি।
যায় না তাঁকে রাগান
হলে মোহন বাগান।
এই বাঘেরই জ্বালায়
ঊষা উথুপ পালায়।
ঝড়ের পরে জল
তিনি কে তুই বল?

॥ ৩৫

তিনি ত্রিপাঠী
যেন পিপা-টি
তাঁর কৃপাটি—চাই,
মোটা ও সোটা
কপালে ফোঁটা
কিন্তু লোটা—নাই ॥
শান্ত অতি
ধর্মে মতি
কমলাপতি·· নাম
বেনারসিয়া
পানটি নিয়া
ভজেন সিয়া—রাম ॥
রাজনীতিতে
নিজের হিতে
বুদ্ধি দিতে—পাকা
থাকেন তালে
ঝোলে ও ঝালে
চতুর চালে—বাঁকা ॥

হায় পহুঁজি
কেয়া কহুঁজি
তাঁয় বহুজি—আছে,
বউ ও ছেলে
অন্যে ঠেলে
ক্ষমতা পেলে—বাঁচে।

॥ ৩৬ ॥

বাবু অশোক সেন—
ব্রত নিয়েছেন
কারখানা খোলার,
বাঙালীটোলার।
বাবু অশোক সেন—
আজও রয়েছেন
বিরাট ব্যারিস্টার,
অভাব 'ক্যারিস্মা'-র।
বাবু অশোক সেন—
মন্ত্রীও ছিলেন।
তখন অন্য সুর,
এখন জিবে ক্ষুর।
বাবু অশোক সেন—
কখন কী বলেন,
জানেন না নিজেই,
গোলমালটা এই।

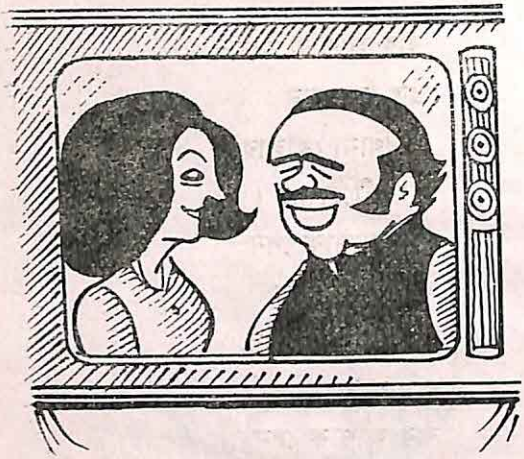

॥ ৩৭ ॥

পয়লা পেশা রাজনীতি
শ্রমিকনেতা, নাই ভীতি।
মুখের মতো দেয় জবাব
বেপরোয়া তাঁর স্বভাব
কিন্তু হাসে মিষ্টি হাসি—সবিনয়।
শ্রীমান যখন বিদেশে যায়
শ্রীমানীও সঙ্গে ধায়,

কবিতাকে ডাকে 'প্রিয়ে'
ছন্দ এবং বাণী নিয়ে
ঘর যে করে বলবে না সে—কবি নয়।
মনটা ভাষায় শুভ্র তো
মুখার্জি সে সুব্রত।
শেষ মেলেনা তাহার গুণের
এখন আবার ডবল মুনের
সঙ্গে নাকি করবে টিভি-র—অভিনয়।

!!
কাঁচা পাকা
ছড়া !
!!?